অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র MIGRANT RESOURCE CENTRE

এমআরসি বাংলাদেশ

অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে আপনার জন্য সদা নিয়োজিত

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ কি?

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র (এমআরসি) বাংলাদেশ, বাংলাদেশের অভিবাসী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছুদের জন্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে যেতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিভিন্ন রকম সেবা প্রদানসহ নানাবিধ কার্যাবলি পরিচালনা করে। অন্য দেশে যাওয়ার পূর্বে অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ, একক ও দলগত কাউন্সেলিং ও পরামর্শ প্রদান, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারণামূলক আয়োজনসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে থাকে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন: সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, অভিবাসী, সম্ভাব্য অভিবাসী ও অভিবাসীদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন ধরনের মডিউল তৈরি করে তাদের দক্ষতা উন্নয়নেও কাজ করে থাকে। অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষণা কার্য পরিচালনা, সম্মেলন আয়োজন, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস ও উপলক্ষ্য উদযাপনের উদ্দেশ্যে অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরামের সাথে সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করে থাকে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের (ডেমো) সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে-

- অভিবাসন সংক্রান্ত বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক সকল আইন ও নীতিমালা অনুসারে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, যথাযথ চুক্তিপত্র প্রদান, সুযোগ-সুবিধাসমূহ, প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ, প্রবাসে মানুষদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানানোসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সকল বিষয়ে যথাযথ ও সঠিক তথ্য প্রদান করে সাহায্য করে থাকে।
- সম্ভাব্য অভিবাসীদের সুস্পষ্ট, সময়োপযোগী, সহজপ্রাপ্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে, যা তাদের অভিবাসন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
- অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার, চোরাচালানসহ অন্যান্য বিভিন্ন ঝুঁকি ও আশু বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে।
- অভিবাসীরা যেন তাদের অধিকার, সুযোগ এবং করণীয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও যথাযথ তথ্য সহজেই পায় তা নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক সক্ষমতা জোরদার করতে কাজ করে।
- অভিবাসীদের দক্ষতার জায়গাগুলো খুঁজে বের করে যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ একটি একীভূত সেবা কেন্দ্র এবং অন্যান্য সেবা ও তথ্য প্রাপ্তির দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে, যা অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতের নিমিত্তে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত এবং দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক থেকে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করবে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ সম্ভাব্য অভিবাসী এবং তাদের পরিবারকে অভিবাসন সংক্রান্ত সঠিক, সময়োপযোগী এবং বিশদ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর কার্যাবলি

১. অভিবাসন সংক্রান্ত একটি একীভূত সেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
২. অভিবাসী ও তাদের পরিবারের অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় সেবার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।
৩. সম্ভাব্য অভিবাসীদের কাউন্সেলিং ও পরামর্শ প্রদান করে।
৪. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্ভাব্য অভিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
৫. অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে থাকে।
৬. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।
৭. চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে।

কিভাবে আপনি অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর সেবা পেতে পারেন

- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা এবং কুমিল্লায় অবস্থিত অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রে সরাসরি যোগাযোগ করে।
- একক অথবা দলগতভাবে কাউন্সেলিং পেতে অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রের কাউন্সেলরদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে।
- অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রের হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে।
- অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রের ওয়েবসাইট, ফেইসবুক পেইজ, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।
- স্কুল, কলেজ বা জনসমাগম কেন্দ্রে অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আয়োজিত প্রাক-অভিবাসন ও প্রাক-বহির্গমন সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
- অনলাইনে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিডিও ও তথ্য সামগ্রী দেখার মাধ্যমে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বিদেশ গমনেচ্ছুদের জন্য কিছু জরুরি নির্দেশনা

জানুন

অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে যেখানে যাবেন এবং থাকবেন, যে চাকরি করবেন তার ধরন, আবাসন ব্যবস্থা, কাজের প্রকৃতি, সেখানকার পরিবেশ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন।

বৈধভাবে বিদেশে যান

বৈধ ভিসা এবং অন্যান্য বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভ্রমণ করা অত্যন্ত হঠকারী সিদ্ধান্ত। আপনার কাছে যদি বৈধ ভিসা এবং কাজের অনুমোদনপত্রসহ বিদেশে যাবার মতন সকল কাগজপত্র থাকে, তবেই যাবেন। অবৈধ অভিবাসন নানা ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে, এমনকি আপনি কর্মক্ষেত্রে বিনা বেতনে কাজ করতে বাধ্য হওয়াসহ নানাবিধ শোষণের শিকার হতে পারেন।

যদি বিদেশে চাকরির প্রস্তাব বা প্রতিশ্রুতি পান, নিয়োগকর্তা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন

সবাইকে বিশ্বাস করবেন না। যে প্রতিষ্ঠান আপনাকে বিদেশে কাজ পেতে সহায়তা করবে, তার সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন। প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি কেমন? তাদের কাজের লাইসেন্স আছে কিনা? তারা কি আপনাকে আপনার বয়স লুকাতে বলছে কিনা বা চুক্তিপত্র ছাড়া কাজ করতে বলছে কিনা? তারা কি কাজের অনুমোদন দেবার বদলে ভ্রমণ ভিসায় যেতে বলছে কিনা এসব ব্যাপার ভালোভাবে যাচাই করে নিন।

চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুন

চুক্তিপত্র খুবই জরুরি। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকর্তাকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলুন। চুক্তি ছাড়া আপনার চাকরি কোনক্রমেই শঙ্কামুক্ত নয়। চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন। চুক্তিপত্র সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হতে হবে এবং তাতে আপনার ও আপনার নিয়োগকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

জরুরি ক্ষেত্রে

প্রস্তুত থাকুন। জরুরি সকল টেলিফোন/যোগাযোগ নম্বর যেমন: স্থানীয় পুলিশের নম্বর, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, আপনার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাই কমিশন, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যবসায়ী সমিতি, অভিবাসন সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ঢাকা ও কুমিল্লায় অবস্থিত অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের নম্বর সবসময় সাথে রাখুন।

আপনার কাগজপত্র সুরক্ষিত রাখুন

আপনার ব্যক্তিগত কাগজপত্র নিরাপদে রাখুন। আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, কাজের অনুমোদনপত্র (ওয়ার্ক পারমিট) ফটোকপি করে মূল কপি নিরাপদ জায়গায় রাখুন। আপনার এবং আপনার পরিবারের কাছে সকল কাগজপত্রের ফটোকপি রাখুন। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আপনার ব্যক্তিগত কাগজপত্র রেখে দিতে চাইলে, কিছুতেই দেবেন না।

অন্যদের সাথে যোগাযোগ রাখুন

পারতপক্ষে একা থাকবেন না। বাংলাদেশে থাকা আপনার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন। তাদেরকে জানান যে, আপনি ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। আপনার কাজের স্থানে থাকা অন্যান্য অভিবাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করুন, যোগাযোগ রাখুন। আপনার নিয়োগকর্তা ও সহকর্মীদের থেকে আপনার কাজের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন। এভাবে আপনারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবেন।

নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন

যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, বিশ্বস্ত কারো সাথে কথা বলুন। বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) অথবা সুরক্ষা ও উপদেশের জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেমন: বাংলাদেশ দূতাবাস/হাই কমিশনের কাছে সহায়তা চান। আপনার উপার্জিত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। দেশে আপনার পরিবারকে টাকা পাঠানোর পাশাপাশি নিজের জন্যেও কিছু জমিয়ে রাখুন। বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈধ প্রেরণ মাধ্যমই ব্যবহার করুন।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ-এর সকল সেবা একদম বিনামূল্যে। অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে আমাদের ঢাকা ও কুমিলাস্থ অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের অফিস সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা: জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

কুমিল্লা: জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ
বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা-৩৫০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh

সহযোগিতায়: European Union; Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra, Swiss Confederation, Federal Department of Justice and Police FDJP, State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে: ICMPD, International Centre for Migration Policy Development